বাংলাদেশ; কোন পথে! রিয়ার ভিউ মিররে (শেষ পর্ব)

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং তাদের অন্ধ সর্মথক'রা ডেসটিনি, হলমার্ক,শেয়ার মার্কেট কেলেংকারি, রানা প্লাজা ধ্বস, সাগর-রুনি আর বি ডি আর এর হত্যাকান্ডের বিচার'এর গনদাবীকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বানচালের অপচেষ্টা বলে প্রচার করার ব্যার্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।

দেশের গুরুত্বর্পূণ ৫টি সিটি করপোরেশন নিব্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটিতে এখন চলছে ব্লেইম গেম বা কাদা ছোড়াছুড়ি। মেয়াদের শেষ সময়ে এসে কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। তারা চাইছে অতীতের ভুল শোধরাতে। কিন্তু সরকারের আর মেয়াদ আছে কার্যত তিন মাস। পাহাড় সমান ব্যর্থতাকে আড়াল করে আওয়ামী লীগ চাইছে জনগণের মন জয় করতে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এটা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, গত সাড়ে ৪ বছর কোনো কিছুতেই পাত্তা না দিলেও মেয়াদ শেষে সরকার ও দলের নাজুক অবস্থার বিষয়টি খোদ সরকারপ্রধান ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উপলব্ধিতে এসেছে। কিন্তু যখন সরকারি দলের ঘুম ভেঙেছে ততদিনে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বহু পানি। সাড়ে চার বছর পর উল্টো স্রোতে নৌকা বেয়ে অন্তিম মুহূর্তে গন্তব্যে পৌঁছানোর আশা করছে আওয়ামী লীগ।

সরকার ও দলের বিপর্যস্ত অবস্থার বিষয়টি আওয়ামী লীগ ও তার শুভাকাঙ্ক্ষী মহল থেকে বারবার সর্তক করা হলেও প্রধানমন্ত্রী একবৃত্তেই আর্বত ছিলেন। দল ও সরকারের ভুল শোধরানোর কোনো পদক্ষেপ নেননি তিনি। বরং মন্ত্রী আবুল হোসেন থেকে কালো বিড়াল খ্যাত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি গণবিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং প্রায় দল ও সরকারের প্রতিটি অপকর্মের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। আবুল হোসেনকে দেশপ্রেমিক বলে, দেশপ্রেমিক এর সংজ্ঞা' বদলে দিয়েছেন।

৫টি সিটি করপোরেশন নিব্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর সম্প্রতি এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেছেন, "তাহলে এত উন্নয়ন করে কি লাভ"? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনলে মনে হয়; হাজি মুহম্মদ মহসীন'এর মত কোন দানবীর, ব্যাক্তিগত সব সম্পত্তি দান করে, নিব্বাচনে পরাজিত হবার পর আক্ষেপ করে নিজেকে এই প্রশ্ন করছেন। এই উন্নয়ন যে জনগনের ট্যাক্সের টাকায় হয়েছে, এবং জনগনের নিব্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে তার দ্বায়িত্ব কতটুকু পালন করেছেন তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভালো করেই জানেন।

জনগনের ট্যাক্সের টাকায় শুধু উন্নয়ন করলেই যে নিব্বাচনে জয়লাভ করা যায় না; এর পাশাপাশি মানুষ সুশাসন চায়, মেয়াদের বাকি সময়ে সরকার ভুল শুধরিয়ে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করার দিকে মনোযোগী হবে। কিন্তু সরকারের হাতে সময় মাত্র সাড়ে তিন মাস। এত অল্প সময়ে সব সমস্যার সমাধান করে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব কি না, তা নিয়ে দলের নেতারাও সন্দিহান।

র্বতমান আওয়ামী লীগে সুযোগ সন্ধানীরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। ত্যাগী নেতা-র্কমীদের আর মূল্যায়ন হলো না। গাধার খাটুনি দিয়ে তারা দলকে ক্ষমতায় আনে। এর পর আওয়ামী লীগ পরিণত হয় নবাগত, বহিরাগত আরও সুবিধাবাদীদের প্রতিষ্ঠানে। সুবিধাবাদীরা সময়মতো পালিয়ে যায়। আবার দুর্ভোগে পড়তে হয় ত্যাগী নেতা-র্কমীদের। ২০০১ সালের পর তা-ই হয়েছিল। অথচ ২০০১ সালের নিব্বাচনের আগে অনেক আওয়ামী লীগার বুঝতে চাননি বাস্তবতার কথা। তারা ভেবেছিলেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী। এর পরের নিষ্ঠুরতার কথা কম-বেশি আমরা সবাই জানি। আমার ধারণা, নিব্বাচনের পরের কয়েক মাসের কথা আওয়ামী লীগ এখন ভুলে গেছে। ভয়াবহ নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের শিকার হয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগ সর্মথকরা। পূর্ণিমার নিষ্ঠুর র্ধষণ, তার মায়ের করুণ আর্তির খবর তখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ফেনীর সোনাগাজীর অনেক নিষ্ঠুরতার খবর পত্রিকায় আসেনি। প্রকাশ্য ঝুলিয়ে আওয়ামী লীগ করার দায়ে একটি স্কুলের দফতরিকে হত্যা করা হয়। সেই স্কুলে পড়ত দফতরির দুই সন্তান। তাদের আহাজারি, মাতম উপেক্ষা করে কয়েক শ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সামনে প্রথমেই মানুষটির চোখ তুলে নেওয়া হয়। তারপর হাত-পা কেটে হত্যা করা হয়। পটুয়াখালী, ভোলা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাটসহ সারা দেশে এমন হাজারো ঘটনা ঘটেছিল। সেসব নিষ্ঠুরতা বন্ধ হয় অপারেশন ক্লিনহার্টের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেওয়াই ইতিহাসের শিক্ষা। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখনো স্বপ্নের ঘোরে আছে। পাঁচ সিটির পরাজয়ও তাদের মাঝে প্রভাব রাখেনি। গাজীপুর সিটি নিব্বাচনের পর অনেকের ধারণা ছিল সরকার ও দলে বড় ধরনের পরির্বতন হবে। অনেকের সেই আশাবাদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আওয়ামী লীগ কোনো পরির্বতন করবে না। কারণ সুবিধাবাদীরা এখন বলছেন, সিটি নিব্বাচনের প্রভাব জাতীয় নিব্বাচনে পড়বে না। তারা একবারও বোঝার চেষ্টা করছেন না, ২০০৮ সালের সিটি নিব্বাচনে জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। আর তারই প্রভাব পড়েছিল জাতীয় নিব্বাচনে। বাস্তবতার বাইরে বসবাসকারীদের বলছি, এতই যদি আস্থা থাকে ঈদের পর ঢাকা সিটির নিব্বাচন করে ফেলুন। দেখতে পাবেন কি ভয়াবহ ফলাফল আসে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং তাদের অন্ধ সর্মথক'রা কল্পনার সমুদ্রে দেখছেন, তারা যা খুশি তা করে বেড়াবেন, আর দেশের মানুষের পবিত্র দায়িত্ব তাদের ভোট দেওয়া। তাই তো, বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইটে ভাবিষ্যত তারেকের বিপক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, র্বতমান প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জয়'এর যোগ্যতা নিয়ে প্রচার চালানোর পর, জয় দেশে এসে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজে নেমে পরেছেন। হয়তো কিছু দিন পর শুনা যাবে, এটাও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন!

প্রধান দুই দলের মতই, দেশের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় তারেক আর জয়'কে ভাবিষ্যত নেতৃত্ব হিসাবে প্রতীয়মান করার চেষ্টা চলছে। *বহুমুখী এক ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার 'গণতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা' বইয়ে চরম হতাশা ব্যাক্ত করেছেন এই ভাবে,*
"এরশাদের বিদায়ের পর আমরা যা পেয়েছি তা গণতন্ত্র তো নয়ই, বরং প্রায় এর উল্টো। জাতি ইতিমধ্যেই এর নাম দিয়েছে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র। এ এমন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে গণতন্ত্র পুরোপুরি গণবিচ্ছিন্ন ও জাতীয় সমৃদ্ধির প্রধানতম প্রতিবন্ধক, জনগণের সুখ-সম্ভাবনা ভালোমন্দ রাজনীতিতে প্রায় সর্ম্পূণভাবে উপেক্ষিত, এমনকি গণতন্ত্রের বিকাশ ও সমৃদ্ধিও বিভিন্ন দলের দল-প্রধানদের দ্বারা র্নিদয়ভাবে শ্বাসরুদ্ধ। আজ জাতির ভাগ্য প্রধানত দুজন ব্যক্তির হাতে জিম্মি এবং এর ধারাবাহিকতায় দু'টি পরিবারের হাতে। আজ কি কেউ ভাবতে পারে শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমানের পরিবারের সদস্য না হয়ে কেউ এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন? এমনকি তিনি যদি দেশের সব্বকালের সব্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিও হন?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রী হওয়ার প্রধান বিপত্তি হল যারা নিব্বাচনে পরাজিত হচ্ছে তারা পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটাই আজকের রাজনৈতিক অঙ্গনের সবচেয়ে ভয়াবহ সঙ্কট। আজ তাই নিব্বাচনে সবার একমাত্র কাম্য বিজয়। এ অকারণ নয়। কেননা বিজয় মানে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর প্রশ্নহীন ও সব্বময় র্কতৃত্ব, জাতির ক্ষমতা আর সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার। পাশাপাশি পরাজয় মানেই নিশ্চিহ্ন হওয়া। কাজেই যেভাবেই হোক, দেশের ধ্বংসের বিনিময়ে হলেও, শত লক্ষ লাশ পায়ে মাড়িয়ে হলেও, ক্ষমতায় যেতে হবে। এ ব্যাপারে ছাড়ের অবকাশ নেই। তাহলে বাঁচা যাবে না, অস্তিত্ব থাকবে না, উৎখাত হতে হবে। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কী করে সুস্থতা সম্ভব।

তাই রাজনীতি এখন এমন অসুস্থ। নিব্বাচনে জয়ের জন্যে সবাই আজ হিংস্র আর মরিয়া। এ কারণেই আমাদের নিব্বাচন আজ এত সংঘাতময়। জয় নিশ্চিত করার জন্যে রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করা থেকে শুরু করে জঘন্যতম অন্যায় বা অপরাধ করতে কারো বিকার নেই। সবার শেষ কথা যেন একটাই: আমি জিততে না পারলে আসুক সামরিক শাসন"।

দেশের এই অবস্থায় আগামী নিব্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ী হওয়া, এককথায় অসম্ভব; জয় কেন, কোন চমকেই কাজ হবে না। জয়' র্হাভাড কেন, চাঁদ' থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। শুধুমাত্র যদি কোন অলৌকিক ঘটনা (যার সম্ভাবনা খুবই কম) বা র্মমান্তিক র্দূঘটনা (যার সম্ভাবনা অনেক বেশী) না ঘটে, আগামী নিব্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই।

অন্যদিকে 'বি, এন, পি–হেফাজত-জামায়াত' এর নেতৃত্বে মৌলবাদী জোট ক্ষমতায় আসলে ২০০১ সালের পরর্বতী অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হতে হবে আওয়ামী লীগ, বিশেষত সারা দেশের আওয়ামী লীগের ত্যাগী এবং সৎ র্কমী বাহিনীকে। কারন সেই বিপর্যয়ের সময় দলের সুবিধাবাদী এবং র্দূনীতিবাজ নেতৃত্ব যে বিদেশে পাড়ি জমাবেন, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এইবার হেফাজত- জামায়াত এর নেতৃত্বে মৌলবাদীদের তান্ডবে আওয়ামী লীগের সাথে সাথে প্রগতিশীল এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি'র অস্তিত্বও যে বিপন্ন হয়ে যাবে, তা হেফাজত- জামায়াত এর সাম্প্রদিক তান্ডব থেকে সহজেই অনুমেয়।

সব দিক বিবেচনা করলে তৃতীয় শক্তি (সামরিক বাহিনী)'র ক্ষমতা দখল, আওয়ামী লীগের জন্য অনেক অনেক কম ক্ষতিকর এবং দেশ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল মানুষ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য অনেক অনেক বেশী কাম্য। তাতে আওয়ামী লীগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আপাতত চরম নিষ্ঠুরতার ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল মানুষ রক্ষা পাবে। অন্যদিকে সামরিক বাহিনী মৌলবাদী গোষ্ঠী'কে নিয়ন্ত্রনে রাখবে। এই পরিস্থীতি, নিঃসন্দেহে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি'র উত্থান এর জন্য উব্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

তত্তাবধায়ক সরকারের অধীনে র্বতমান অবস্থায় নিব্বাচন হলে, বি, এন, পি – হেফাজত-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসবে (নেগেটিভ ভোটে) তা অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এই অবস্থায় দলের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগের তত্তাবধায়ক সরকার ব্যাবস্থা গ্রহন করার মত অবস্থা আর নাই। তাই এই জটিল অবস্থা থেকে আওয়ামী লীগের সাময়িক পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র পথ হলো, যে কোন মূল্যে তত্তাবধায়ক সরকার দাবী অগ্রাহ্য করা, যার ফলে দেশে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য (যা নতুন কিছু নয়, প্রতি পাঁচ বছর পর পরই হয়ে আসছে); এবং ফলশ্রুতিতে একপর্যায়ে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহন সাধারন মানুষের কাছে কাম্য এবং অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে (মিশরের মত)!

যতদিন না আমাদের দেশে এই পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র বা গনতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র বন্ধ না হবে বা সত্যিকারের সহনশীল গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে; ততদিন তৃতীয় শক্তি (সামরিক বাহিনী)'র ক্ষমতা দখল পর্যায়ক্রমিক এবং নিয়মিত ব্যাপারে পরিনত হবে। তৃতীয় শক্তি (সামরিক বাহিনী)'র ক্ষমতা দখল বন্ধ করার অন্য বিকল্প হচ্ছে, তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি'র উত্থান। তত্তাবধায়ক সরকার ব্যাবস্থার মধ্য দিয়ে এই র্দূভাগা দেশে গনতন্ত্রের পরিবর্তে 'রিভলভিং ডোর' দিয়ে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আগমন ঘটে।

আমি বরাবরই দাবী করেছি যে, র্বতমান পরিস্থীতিতে তৃতীয় শক্তি (সামরিক বাহিনী) ক্ষমতায় আসা শুধু সময়ের ব্যাপার। আমার কিছু বন্ধু ব্যাপারটা নাকচ করে দিয়েছেন এই যুক্তিতে, 'এই যুগে সারা বিশ্ব (আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলি) আর মিলিটারী ক্যূ' মেনে নিবে না, আর মিলিটারী ক্যূ' হলে জাতিসঙ্ঘ বাংলাদেশ থেকে আর ইউ এন মিশনে সৈন্য নিবে না, ফলে সামরিক বাহিনী আর কোন দিনই ক্ষমতা দখল করবে না'। প্রক্ষান্তরে আমার যুক্তি আর উদাহরন ছিল, আমেরিকা (এবং জাতিসঙ্ঘ) হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এর সবচেয়ে বড় উদাহরন। পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী বার বার ক্ষমতা গ্রহন করা সত্ত্বেও ইউ এন মিশনে কখনোই পাকিস্তানী সৈন্য নেওয়া বন্ধ হয় নাই!

মিশরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উদাহরন, আমদের সামরিক বাহিনী'র জন্য এক খোলা আমন্ত্রনপত্র। মিশরে নিব্বাচিত সরকার যখন আমেরিকার অপছন্দের কিছু কাজ করলো/অবাধ্য হলো, তখনই আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলি'র সরকার আর মিডিয়ার প্রতক্ষ্য সর্মথনে মিশরের সামরিক বাহিনী নিব্বাচিত মুরসি সরকার'কে উৎখাত করলো। বাংলাদেশের র্বতমান পরিস্থিতির সাথে মিশরের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অতীতে কম্যুনিষ্ট'দের প্রতিরোধ করতে আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলি সামরিক বাহিনী'কে সর্মথন দিয়ে গ্যাছে আর এখন মৌলবাদী'দের প্রতিরোধ করতে সর্মথন দিয়ে যাচ্ছে। ৭৫ সালে আমেরিকার অবস্থান ছিল সামরিক বাহিনী-মৌলবাদী'দের পক্ষে, আওয়ামী লীগের বিপক্ষে আর এইবার আমেরিকার অবস্থান হবে মৌলবাদী'দের বিপক্ষে, সামরিক বাহিনীর পক্ষে ! পাদটিকাঃ উল্লেখ্য, আমেরিকা আর পশ্চিমা দেশগুলি মিশরে সংঘটিত মিলিটারী ক্যূ'কে এখন পর্যন্ত মিলিটারী ক্যূ' বলে অখ্যায়িত করে নাই! কারন মিলিটারী ক্যূ' বলে অখ্যায়িত করলেই মার্কিন সরকার মিশর'কে প্রতিশ্রুত বাৎসরিক ১.৩ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য তাদের সংবিধান অনুযায়ী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। আমি নিশ্চিত যে, যদি মিশরের র্বতমান সরকার আমেরিকার অবাধ্য হয়, সাথে সাথে এই ১.৩ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।

নাজমুল আহসান শেখ, ৩ আগষ্ট ২০১৩ সিডনী